উত্তর ঃ কোনো একটি ব্যাংকের আমানত সৃষ্টির পরিমাণ সেই ব্যাংকের উদ্বৃত্ত জমার দ্বারা সীমাবদ্ধ। কোনো ব্যাংক ব্যক্তিগতভাবে তার উদ্বৃত্ত জমার অতিরিক্ত আমানত সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে একথা সত্য নয়। সব ব্যাংক মিলে তাদের উদ্বৃত্ত জমার বেশ কয়েক গুণ পর্যন্ত আমানত সৃষ্টি করতে পারে। কীভাবে তা হতে পারে সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কয়েকটি বিষয় ধরে নিচ্ছি। ধরা যাক ঃ

1. দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে।
2. প্রতিটি ব্যাংকই তাদের আমানতের 10% নগদ জমা হিসাবে রাখে।
3. দেশের লোকেদের নগদ অর্থের জন্য চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটেছে। তারা আর বাড়তি নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় না। ফলে বাড়তি নগদ অর্থ জনসাধারণের হাতে এলে তারা তা কোনো না কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে প্রাথমিক আমানত আকারে জমা দিয়ে দেয়।
4. ব্যাংক নির্দিষ্ট জমার অনুপাতের অতিরিক্ত অর্থ নিজের কাছে রাখে না। বাড়তি জমার সবটাই ব্যাংক ঋণ হিসাবে দিতে চায়।
5. ব্যাংকের ঋণের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এবং প্রতিটি ব্যাংকই যতদূর পর্যন্ত ঋণদান করতে ইচ্ছুক ততদূর পর্যন্ত ঋণ দিতে সক্ষম হচ্ছে।
6. ব্যাংক ঋণ দেওয়ার সময় যে সুদের হার আদায় করে সেই সুদের হারের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে সব ব্যাংক মিলিতভাবে কী করে বাড়তি জমার অনেক গুণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে তা এখন ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক, *A* ব্যাংকের 100 টাকা বাড়তি নগদ জমা (excess reserves) আছে। আরও ধরা যাক, যে দেশের অন্য কোনো ব্যাংকের বাড়তি নগদ জমা নেই। *A*

ব্যাংকের 100 টাকা বাড়তি নগদ জমা থাকার জন্য *A* ব্যাংক 100 টাকার আমানত সৃষ্টি করে ঋণ দিল। আরও ধরা যাক, যারা ঋণগ্রহণ করল তারা *A* ব্যাংক থেকে 100 টাকাই নগদ হিসাবে তুলে নিল। তাহলে *A* ব্যাংকের হাতে আর বাড়তি নগদ টাকা রইল না এবং *A* ব্যাংকের আমানত সৃষ্টির আর ক্ষমতা রইল না। কিন্তু সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা কিন্তু এখনও নিঃশেষিত হয়নি। আমরা ধরেছি যে, জনসাধারণ আর বাড়তি নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় না। বাড়তি টাকা পেলেই জনসাধারণ কোনো না কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা দেবে। সুতরাং *A* ব্যাংক থেকে যে 100 টাকা তোলা হ'ল তা কোনো না কোনো ব্যাংকে জমা পড়বেই। ধরা যাক *B* ব্যাংকে এই 100 টাকা প্রাথমিক আমানত আকারে জমা পড়ল। এই 100 টাকার মধ্যে *B* ব্যাংক 10 টাকা ন্যূনতম নগদ জমা হিসাবে রাখবে এবং *B* ব্যাংকের এখন বাড়তি নগদ জমা হবে 90 টাকা। সুতরাং, *B* ব্যাংক নতুন আমানত সৃষ্টি করে 90 টাকা ঋণ দেবে। ধরা যাক, *B* ব্যাংকের কাছে যারা ঋণ নিল তারা ওই টাকাটা তুলে নিয়ে গেল। তখন *B* ব্যাংক তার বাড়তি নগদ জমা হারাল। *B* ব্যাংকের আমানত সৃষ্টিও আপাতত বন্ধ হ'ল। এবার ধরা যাক *C* ব্যাংকের কাছে ওই 90 টাকা প্রাথমিক আমানত হিসাবে জমা পড়ল। *C* ব্যাংক এর 10% অর্থাৎ 9 টাকা ন্যূনতম নগদ জমা হিসাবে রাখল। *C* ব্যাংকের এখন বাড়তি নগদ জমা হ'ল 81 টাকা। *C* ব্যাংক এই 81 টাকার উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করে ঋণ দিল। ধরা যাক এই টাকা ঋণগ্রহীতারা তুলে নিয়ে গেল *C* ব্যাংক থেকে। এই টাকাটা আবার *D* ব্যাংকে প্রাথমিক আমানত হিসাবে জমা পড়ল। *D* ব্যাংক এর 10% অর্থাৎ 8.10 টাকা ন্যূনতম নগদ জমা হিসাবে রেখে 72.90 টাকার উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করে ঋণ দিল। এই পদ্ধতিটি ক্রমাগত চলতে থাকবে। সব ব্যাংক মিলে এই পদ্ধতিতে মোট কত টাকার আমানত সৃষ্টি করতে পারবে তার পরিমাণ হবে নীচের গুণোত্তর প্রগতির যোগফল ঃ

$$100 + 90 + 81 + 72{\cdot}90 + \cdots\cdots\cdots\cdots \infty$$

$$= 100 + 100 \times \frac{9}{10} + 100\left(\frac{9}{10}\right)^2 + 100\left(\frac{9}{10}\right)^3 + \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \infty$$

$$= 100 \times \frac{1}{1-\frac{9}{10}}$$

$= 100 \times 10 = 1000$ টাকা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে *A* ব্যাংকের 100 টাকা উদ্বৃত্ত নগদ জমার ভিত্তিতে সকল ব্যাংক মিলে 1000 টাকা পর্যন্ত আমানত সৃষ্টি করতে পারছে। এক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাংক মিলিতভাবে বাড়তি নগদ জমার 10 গুণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। এখানে গুণক 10 ন্যূনতম নগদ জমার অনুপাত (10%) এর অন্যোন্যক (reciprocal)।